[২০২২] ৩ এস. সি. আর. ৯৬২

মুসস্ট রেহানা বেগম

বনাম

আসাম রাজ্য ও আরেকজন

(২০২২ সালের ১১৮ নং ফৌজদারি আপিল)

২১শে জানুয়ারি, ২০২২

[ড.ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বেলা এম ত্রিবেদী,বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধির বিধি, ১৯৭৩-দণ্ডবিধি, ১৮৬০- ধারা.৪৯৪ এবং ৪৯৫ -আপিলকারী-স্ত্রী দ্বিতীয় উত্তরদাতা-স্বামী ধারা.৪৯৪ এবং ৪৯৫, ভারতীয় দণ্ডবিধি দ্বারা দায়ের করা অভিযোগ বাতিল করার জন্য ধারা ৪৮২-এর অধীনে আবেদন করেছিলেন-একক বিচারক দ্বারা বরখাস্ত-আপিলের ভিত্তিতে বলা হয়েছেঃ আবেদনকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার মধ্যে যে তারিখে তিনি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন সেই তারিখে তার স্থায়ী বিবাহ হয়েছিল কিনা তা নিয়ে সমস্যাটি পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারপতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়, যা চূড়ান্ততা অর্জন করেছে-আপিলকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতা আদালতের সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিলেন-বিতর্কিত পারিবারিক আদালতের কোনও উপাদান বা ফৌজদারি কার্যধারার কোনও প্রমাণ নেই-সুতরাং, ফৌজদারি অপরাধের জন্য কোনও প্রমাণ উত্থাপিত হয় না।

৪৯৪ এবং ৪৯৫, ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার গঠন করবে-হাইকোর্টের একক বিচারক এই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না যে আবেদনকারীর পূর্ববর্তী বিবাহ ছিল কিনা তা একটি 'অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়' যা রেকর্ডের প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে-বিতর্কিত রায় বাতিল করা হয়েছে-অভিযোগ বাতিল করার জন্য আবেদনকারীর দায়ের করা ফৌজদারি পিটিশন অনুমোদিত-অভিযোগ বাতিল করা হয়েছে-পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৮৪ =-৫.৭ (১)।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-ধারা - ৪৮২-বাতিলকরণ-উচ্চ আদালত মূল্যায়ন করতে পারে এমন উপকরণের প্রকার-প্রমাণ হিসাবে প্রদত্ত উপকরণের বিবেচনা এবং এই জাতীয় প্রমাণের প্রশংসার মধ্যে পার্থক্য-আলোচনা করা হয়েছে।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৮৪-এর ধারা ৭ (১)-এ বলা হয়েছেঃ ব্যাখ্যা (খ) থেকে ধারা ৭ (১), ১৯৮৪ আইন কোনও ব্যক্তির বৈবাহিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য পারিবারিক আদালতকে এখতিয়ার প্রদান করে-ধারা ৭ (১) একটি পারিবারিক আদালতকে জেলা আদালতের মর্যাদা প্রদান করে এবং ধারা ৭ (২) এটিকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির এলএক্স অধ্যায়ের অধীনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রয়োগযোগ্য এখতিয়ার প্রদান করে, এইভাবে ৯৬২ ধারা

এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম করে-সুতরাং, ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধের গুরুতরতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে এমন পারিবারিক আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করা ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রশংসার জন্য প্রাপ্য প্রমাণমূলক উপকরণের উপর নির্ভর করার মতো হবে না, যেমন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণের আগে তদন্ত প্রতিবেদন।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত বলেঃ

১. দ্বিতীয় উত্তরদাতার দায়ের করা অভিযোগের গুরুতর বিষয় হল যে, ১৯৯৬ সালের ১১ই জানুয়ারি, যখন তিনি এবং আপিলকারী বিয়ে করেন, তখন আপিলকারীর পূর্ববর্তী বিবাহ ছিল যার ফলস্বরূপ তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধি র ৪৯৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী। আদালতে উপস্থাপিত রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় উত্তরদাতার দ্বারা ঘোষিত বিবাহবিচ্ছেদ মুসলিম আইনের অধীনে অকার্যকর এবং অকার্যকর বলে ঘোষণা করার জন্য আপিলকারী পারিবারিক আদালতে আবেদন করেছিলেন।

তার লিখিত বিবৃতিতে, দ্বিতীয় উত্তরদাতা বিশেষভাবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অধীনে সদর কাজী কর্তৃক জারি করা তালাক এবং বিবাহবিচ্ছেদের শংসাপত্রকে সমর্থন করেছিলেন। অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতিতে, দ্বিতীয় উত্তরদাতা আবেদনটি গ্রহণ করেছিলেন যে আবেদনকারী তার কাছে প্রকাশ করেননি যে তার অন্য কোনও ব্যক্তির সাথে পূর্ব বিবাহ হয়েছিল যা ১১ই জুন ১৯৮৭-এ সম্পন্ন হয়েছিল। প্রমাণ ছিল-পারিবারিক আদালতে পেশ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় উত্তরদাতা পারিবারিক আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। গুয়াহাটির পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারক, ২০শে জুলাই ২০১৭ তারিখের একটি রায়ে, একটি ঘোষণা জারি করেছিলেন যে বিবাহবিচ্ছেদ যা দ্বিতীয় উত্তরদাতা দ্বারা তার দ্বারা বাতিল এবং বাতিল করা হয়েছিল।

উক্ত রায়টি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, (১) আবেদনকারীর অন্য কোনও ব্যক্তির সঙ্গে পূর্ববর্তী বিবাহ ছিল কি না এবং (১১) দ্বিতীয় উত্তরদাতা বৈধ বিবাহবিচ্ছেদ পেয়েছিলেন কি না, তা পারিবারিক আদালতে বিচারাধীন ছিল। আবেদনকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার মধ্যে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হল, আবেদনকারী যখন তাকে বিয়ে করেছিলেন তখন তার পূর্ববর্তী বিবাহ ছিল না। ২০১৭ সালের ৪৭ নং ম্যাট আপিলে পারিবারিক আদালতের রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৯ সালের ২০শে জুন মামলা না চালানোর আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আগের অনুষ্ঠানে ২০১৯ সালের ২৭শে মে কেউ আদালতে হাজির হয়নি।

এই কার্যধারায় দ্বিতীয় উত্তরদাতার মধ্যে এ। হাইকোর্টের আদেশ এখনও বহাল রয়েছে। তবুও, বিতর্কিত রায়ে বলা হয়েছে যে আপিলকারীর বিদ্যমান বিবাহের বিষয়টি একটি বিতর্কিত বিষয় এবং আপিলকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ বাতিল করতে অস্বীকার করেছে। [অনুচ্ছেদ ১১-১৩] [৯৬৮ডি-এইচ; ৯৬৯-বি-ই]

কিছু কিছু পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার আগে অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করার অধিকারী। বর্তমান ক্ষেত্রে আপিলকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতা পারিবারিক আদালতের সিদ্ধান্তের পক্ষ ছিলেন। কোনও বিতর্কিত উপাদান বা প্রমাণের বিতর্কিত বিষয় উত্থাপিত হয় না। উপরের পটভূমিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধি র ৪৯৪ এবং ৪৯৫ ধারার অধীনে কোনও অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যধারার অনুমতি দেওয়া প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার হিসাবে বিবেচিত হবে।

আবেদনকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার মধ্যে দ্বিতীয় উত্তরদাতার সাথে তার বিবাহের তারিখে তার স্থায়ী বিবাহ হয়েছিল কিনা তা পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারপতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয় যা চূড়ান্ততা অর্জন করেছে। পারিবারিক আদালত আইন ১৯৮৪-এর ৭ (১) ধারার ব্যাখ্যা (খ) স্পষ্টভাবে পারিবারিক আদালতকে কোনও ব্যক্তির বৈবাহিক অবস্থা নির্ধারণের এখতিয়ার প্রদান করে।

"পারিবারিক আদালত আইন ১৯৮৪-এর ধারা ৭ (১) একটি পারিবারিক আদালতকে জেলা আদালতের মর্যাদা প্রদান করে এবং ধারা ৭ (২) এটিকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির নবম অধ্যায়ের অধীনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রয়োগযোগ্য এখতিয়ার প্রদান করে, যা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম করে। সুতরাং, ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধের গুরুতরতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে এমন পারিবারিক আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করা, ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রশংসার জন্য প্রাপ্য প্রমাণমূলক উপকরণের উপর নির্ভর করার মতো হবে না, যেমন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণের আগে তদন্ত প্রতিবেদন।

অতএব, এই মামলায়, হাইকোর্টের একক বিচারক এই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না যে আপিলকারীর পূর্ববর্তী বিবাহ ছিল কিনা তা একটি 'অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়' যা রেকর্ডের প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করা হয়েছে। আপিলকারী কর্তৃক এল টি টি বাতিল করার জন্য ফৌজদারি পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

মস্ত রেহানা বেগম বনাম আসাম রাজ্য ও আরেকজন ৯৬৫

গুয়াহাটির কামরূপ (এম)-এর এসডিজেএম (এস) ইল-এর আদালতে বিচারাধীন অভিযোগটি বাতিল করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৫,১৬] [৯৭৪-এফ-এইচ; ৯৭৫-এ-সি; ৯৭৬-ডি-ই]

নীহারিকা পরিকাঠামো বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩২৫; হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সাপোর্ট (১) এস. সি. সি. ৩৩৫: [১৯৯০] ৩ সাপোর্ট। এস. সি. আর. ২৫৯; অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য বনাম গোলকোণ্ডা লিঙ্গ স্বামী (২০০৪) ৬ এস. সি. সি. ৫২২: [২০০৪] ৩ সাপোর্ট। এস. সি. আর ১৪৭; প্রতিভা বনাম রামেশ্বরী দেবী (২০০৭) ১২ এস. সি. সি. ৩৬৯: [২০০৭] ৯ এস. সি. আর. ১০৩৮; মধ্য প্রদেশ রাজ্য বনাম অবধ কিশোর গুপ্ত (২০০৪) ১ এস. সি. সি. ৬৯১:৫ সাপোর্ট। এস. সি. আর. ৬৭২; পি. এস. রাজ্য বনাম বিহার রাজ্য (১৯৯৬) ৯ এস. সি. সি. ১:২ সাপোর্ট। এস. সি. আর. ৬৩১-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলা আইন রেফারেন্স [১৯৯০] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ২৫৯ নির্ভর করেছিল [২০০৪] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ১৪৭ নির্ভর করেছিল [২০০৭] ৯ এস. সি. আর ১০৩৮ নির্ভর করেছিল [২০০৩১ ৫ সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৭২ নির্ভর করেছিল [১৯৯৬] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৩১ নির্ভর করেছিল ফৌজদারি আবেদনের বিচারের উপরঃ ফৌজদারি আপিল নং।

২০২২-এর ১১৮।

২০১৬ সালের ফৌজদারি পিটিশন নং ১৭৯১-এ গুয়াহাটি হাইকোর্টের (অসম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশের হাইকোর্ট) ০৪.০৪.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

ফুজাইল আহমেদ আইয়ুবি, মিসেস কনিষ্কা প্রসাদ, আবাদ মুশতাক, মিসেস

আকাঙ্ক্ষা রাই, আপিলকারীর পক্ষে উকিল।

নলিন কোহলি, এ. এ. জি, শ্রীমতি দীক্ষা রাই, অঙ্কিত রায়, অঙ্কিত আগরওয়াল, অনুচ্ছেদ ১৪ অনুচ্ছেদ ১৪ অনুচ্ছেদ ১৫ অনুচ্ছেদ ১৫ অনুচ্ছেদ ১৫ শ্রীমতি নিমিশা মেনন, শ্রীমতী রাগিনী পান্ডে, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

বিলম্বকে ক্ষমা করা হয়েছে।

২. অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৩. এই আপিলটি ২০১৬ সালের ফৌজদারি পিটিশন নং ১৭৯১-এ ৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের গুয়াহাটি হাইকোর্টের একক বিচারকের একটি রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। একক বিচারক ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে আবেদনকারীর দায়ের করা একটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন! অভিযোগটি বাতিল করার জন্য। অভিযোগ, ২০১৫ সালের সি. আর মামলা নং ২৫১২, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০৭-এর ধারা ৪৯৪ এবং ৪৯৫-এর অধীনে অপরাধের জন্য গুয়াহাটির এস. ডি. বিচারপতি এম (এস) এইচ. এল, কামরূপ (এম)-এর আদালতে বিচারাধীন।

৪. দ্বিতীয় উত্তরদাতা ২০১৫ সালের ১৬ই অক্টোবর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন যে, ১৯৯৬ সালের ১১ই জানুয়ারি তিনি এবং আবেদনকারী মুসলিম আইনের নীতি অনুসারে বিয়ে করেছিলেন। অভিযোগ অনুসারে, দ্বিতীয় উত্তরদাতা জানতে পারেন যে, আবেদনকারী পূর্বে শৌকত আলী নামে অন্য একজন ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। অভিযোগটি হল যে, পূর্ববর্তী বিবাহের অস্তিত্ব বজায় রাখার সময় তিনি দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে বিয়ে করেছিলেন এই সত্যটি দমন করে যে তার একটি স্থায়ী বিবাহ ছিল।

অভিযোগ অনুসারে, আপিলকারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৫ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন কারণ তিনি এই সত্যটি গোপন করেছিলেন যে তিনি দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে বিয়ে করার সময় তার একটি স্থায়ী বিবাহ হয়েছিল।

৫. আবেদনকারীর মামলাটি হল যে তিনি এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতা ১৯৯৬ সালের ১১ই জানুয়ারি বিয়ে করেছিলেন। যৌতুকের জন্য তাঁর দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে দ্বিতীয় উত্তরদাতার হাতে বৈবাহিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে, আবেদনকারী একটি অভিযোগ দায়ের করেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারার অধীনে মামলা নং ৫১/১১ নামে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন, যা সেই অনুযায়ী "অল উইমেন পুলিশ স্টেশন"-এ নথিভুক্ত করা হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১১-এ, দ্বিতীয় উত্তরদাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি ১৮ই আগস্ট ২০১১ তারিখের একটি বিবাহবিচ্ছেদের শংসাপত্র সদর কাজী, কামরূপ, গুয়াহাটির মাধ্যমে আবেদনকারীর এক প্রতিবেশীকে পাঠিয়েছিলেন।

২০১১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর, আবেদনকারী পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারক-১, কামরূপের সামনে কার্যধারা চালু করেন, যা ২০১১ সালের এফসি (দেওয়ানি) মামলা নং ৫৪৫ হিসাবে গণনা করা হয়েছিল। ২০শে জুলাই ২০১৭ তারিখের একটি রায়ে, পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারক-১ আবেদনকারীকে দ্বিতীয় উত্তরদাতার দ্বারা প্রদত্ত বিবাহবিচ্ছেদকে অকার্যকর এবং অকার্যকর বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের আর এইচ-এ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০,৪০৬,৪৬৮ এবং ৩৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য সদর কাজী-এর সাথে মিলিত হয়ে দ্বিতীয় উত্তরদাতার দ্বারা উপস্থাপিত জাল শংসাপত্রের বিষয়ে অভিযোগ মামলা নং

মুসত রেহানা বেগম বনাম আসাম রাজ্য ও আরেকজন ৯৬৭

[ডি. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

আবেদনকারী ভারতীয় দণ্ডবিধি র ৪৯৫ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ করে উত্তরদাতা ২০১৫ সালের ২৫১২ নং সিআর মামলা হিসাবে একটি অভিযোগ মামলা দায়ের করেন।

৬। আপিলকারী ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে মামলা দায়ের করেন। হাইকোর্টের একক বিচারক ৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের একটি রায়ে আবেদনটি খারিজ করে দেন। হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে আবেদনকারী অভিযোগকারীর সাথে বিয়ের আগে অন্য কোনও ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন কিনা এবং পূর্ববর্তী বিবাহটি বৈধ বিবাহবিচ্ছেদ শেষ করেছে কিনা তা "অত্যন্ত বিতর্কিত"। উপরন্তু, হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে আপিলকারী কোনও নির্দিষ্ট মামলা নিয়ে আসেনি যে সে আগে বিবাহিত ছিল না বা বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল।

অতএব, হাইকোর্টের দৃষ্টিতে, অভিযোগের অভিযোগটি বিচারের বিষয় এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে একটি পিটিশন গ্রহণ করা যায়নি। ফলস্বরূপ পিটিশনটি খারিজ করা হয়েছিল।

৭. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী জনাব ফুজাইল আহমেদ আইয়ুবি বলেন যে, দ্বিতীয় উত্তরদাতার দায়ের করা অভিযোগটি মূলত আপিলকারীর দায়ের করা অভিযোগের পাল্টা বিস্ফোরণ ছিল যে, সদর কাজী-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বিতীয় উত্তরদাতার দ্বারা প্রাপ্ত বিবাহবিচ্ছেদের কথিত শংসাপত্রটি জাল ছিল। আইনজীবী বলেন যে, অভিযোগটি করা হয়েছিল যে, আপিলকারী আগের বিবাহের সময় দ্বিতীয় উত্তরদাতার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, আবেদনকারী ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৫-এ দ্বিতীয় উত্তরদাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পরপরই ১৬ই অক্টোবর ২০১৫-এ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

তা ছাড়া, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে পারিবারিক আদালতের রায়ে যে রায় দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীর শওকত আলীর সাথে স্থায়ী বিবাহ ছিল না তা চূড়ান্ততা অর্জন করেছে এবং আন্তঃপক্ষীয়ভাবে বাধ্যতামূলক। এই পটভূমিতে, এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমান হবে।

৮। ২রা আগস্ট ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে এই কার্যধারায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, যা নিম্নরূপঃ

"আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি ২০ জুলাই ২০১৭-এ গুয়াহাটির কামরূপের পারিবারিক আদালত-১-এর প্রধান বিচারপতির দ্বারা রেকর্ড করা ফলাফলের উপর নির্ভর করেছেন (সংযুক্তি পি-৪) যে দ্বিতীয় উত্তরদাতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে আবেদনকারী যখন তাকে বিয়ে করেছিলেন তখন তার একটি স্থায়ী বিবাহ ছিল।

আট সপ্তাহের মধ্যে ফেরতযোগ্য বিলম্বের ক্ষমা এবং বিশেষ অনুমতির আবেদনের আবেদনের উপর বিজ্ঞপ্তি জারি করুন।

তালিকাভুক্তির পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত, গুয়াহাটির এসডিজেএম (এস) আই, কামরূপ (এম)-এর আদালতে বিচারাধীন সিআর মামলা নং ২৫১২/২০১৫-এর পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

৯. অফিসের রিপোর্ট ইঙ্গিত করে যে দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবুও, তার পক্ষে কোনও উপস্থিতি নথিভুক্ত করা হয়নি।

১০. মিসেস দীক্ষা রাইয়ের সাথে অসম রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হন এএজি শ্রী নলিন কোহলি। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যে জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করে এএজি বলেন যে আবেদনকারীর শৌকত আলীর সাথে পূর্ব বিবাহ ছিল কিনা এবং এটি পারিবারিক আদালতের রায় থেকে উদ্ভূত হবে। অতএব, 'এএজি বলেন যে অভিযোগের অভিযোগটি বিচারের বিষয় উত্থাপন করবে এবং তাই, হাইকোর্ট সিআরপিসির ধারা ৪৮২ এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

১১. দ্বিতীয় উত্তরদাতার দায়ের করা অভিযোগের গুরুত্ব হল যে, ১৯৯৬ সালের ১১ই জানুয়ারি, যখন তিনি এবং আবেদনকারী বিয়ে করেন, তখন আবেদনকারীর একটি পূর্ববর্তী বিবাহ ছিল যার ফলস্বরূপ তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে দোষী। এখন, আদালতে উপস্থাপিত রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, আবেদনকারী পারিবারিক আদালতে আবেদন করেছিলেন এই ঘোষণার জন্য যে দ্বিতীয় উত্তরদাতার দ্বারা ঘোষিত বিবাহবিচ্ছেদ মুসলিম আইনের অধীনে অকার্যকর এবং অকার্যকর ছিল।

তার লিখিত বিবৃতিতে, দ্বিতীয় উত্তরদাতা বিশেষভাবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অধীনে সদর কাজী কর্তৃক জারি করা তালাক এবং বিবাহবিচ্ছেদের শংসাপত্রকে সমর্থন করেছিলেন। অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতিতে, দ্বিতীয় উত্তরদাতা আবেদনটি গ্রহণ করেছিলেন যে আবেদনকারী তার কাছে প্রকাশ করেননি যে তার অন্য কোনও ব্যক্তির সাথে পূর্ব বিবাহ হয়েছিল যা ১৯৮৭ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রণীত এফ বিষয়গুলির মধ্যে, দ্বিতীয় সংখ্যাটি নিম্নরূপ ছিলঃ

(২) আবেদনকারী ইতিমধ্যে শৌকত আলীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন কিনা, রাজ আ আলী @ভাইয়া আলী যখন উত্তরদাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন?

সি ১২। পারিবারিক আদালতে সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় উত্তরদাতা পারিবারিক আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। গুয়াহাটির পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারক, ২০ জুলাই ২০১৭ তারিখের একটি রায়ে, একটি ঘোষণা জারি করেছিলেন যে দ্বিতীয় উত্তরদাতা তাকে যে বিবাহবিচ্ছেদ দিয়েছিলেন তা বাতিল এবং অকার্যকর। প্রধান বিচারক যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

মুসত রেহানা বেগম বনাম আসাম রাজ্য ও আরেকজন. ৯৬৯

[ডঃ ধনঞ্জয়চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

"উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, পক্ষগুলির মধ্যে কোনও পুনর্মিলন না হওয়ায় এবং যেমন তালাকটি বৈধ নয় বলে উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা ঘোষিত তালাকটি যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে হয়নি। এটিও পাওয়া গেছে যে, উত্তরদাতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে আবেদনকারী ইতিমধ্যে শৌকত আলীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, রাজা আলী @ভাইয়া আলী যখন উত্তরদাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।" ১৩. উপরের রায়টি স্পষ্টভাবে দেখায় যে (১) আবেদনকারীর অন্য ব্যক্তির সাথে পূর্ববর্তী বিবাহ ছিল কিনা; এবং (১১) দ্বিতীয় উত্তরদাতা বৈধ বিবাহবিচ্ছেদ পেয়েছিলেন কিনা তা পারিবারিক আদালতে ইস্যু করা হয়েছিল।

আবেদনকারী এবং সি দ্বিতীয় উত্তরদাতার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানটি হ'ল যে আবেদনকারীর তাকে বিয়ে করার সময় পূর্ববর্তী বিবাহ ছিল না। পারিবারিক আদালতের রায়টি ২০১৭ সালের এমএটি আপিল নং ৪৭-এ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ২০ জুন ২০১৯-এ নন-প্রস ইক্যুটিয়নের আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছিল, উল্লেখ করে যে আগের অনুষ্ঠানে ২৭ মে ২০১৯-এ দ্বিতীয় উত্তরদাতার পক্ষে কেউ উপস্থিত হয়নি। টিএম হাইকোর্টের আদেশটি এখনও বহাল রয়েছে।

তবুও, বিতর্কিত রায়ে বলা হয়েছে যে আপিলকারীর বিদ্যমান বিবাহের বিষয়টি একটি বিতর্কিত বিষয় এবং আপিলকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ বাতিল করতে অস্বীকার করেছে।

নীহারিকা পরিকাঠামো বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য 'মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই আদালতের নজির বিশ্লেষণ করেছে এবং সিআরপিসির ৪৮২ ধারার অধীনে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করার বিষয়ে আইন পরিচালনাকারী প্রাসঙ্গিক নীতিগুলি তুলে ধরেছে। আদালত বলেছেঃ

৫৭. এই আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে, খাজা নাজির আর আহমদ (উপরে)-এর ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত থেকে, আইনের নিম্নলিখিত নীতিগুলি উদ্ভূত হয়ঃ

১) দণ্ডবিধির চতুর্দশ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারি কার্যবিধির প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে বিচারযোগ্য অপরাধের তদন্ত করার জন্য পুলিশের বিধিবদ্ধ অধিকার এবং কর্তব্য রয়েছে; সি ১১) আদালত বিচারযোগ্য অপরাধের কোনও তদন্তকে ব্যর্থ করবে না;

৩২০২১ এস. সি. সি. অনলাইন এস. সি. ৩ ১৫ ৪ "আর. আই. আর"।

যাইহোক, যে ক্ষেত্রে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে কোনও আমলযোগ্য অপরাধ বা কোনও ধরনের অপরাধ প্রকাশ করা হয় না, আদালত তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে না;

বাতিল করার ক্ষমতা 'বিরলতম বিরলতম ক্ষেত্রে' সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত। (ধারা ৪৮২ এর অধীনে বাতিল করার জন্য তার আবেদনে বিরলতম মামলাগুলির মান. মৃত্যুদণ্ডের প্রসঙ্গে প্রণীত নিয়মের সাথে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, যেমনটি এই আদালত আগে ব্যাখ্যা করেছে);

একটি এফআইআর/অভিযোগ পরীক্ষা করার সময়, যা ১এস সি বাতিল করতে চেয়েছিল, আদালত এফআইআর/অভিযোগে করা অভিযোগের নির্ভরযোগ্যতা বা সত্যতা বা অন্যথায় তদন্ত শুরু করতে পারে না;

'"প্রাথমিক পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত নয়;

i. ভিপি-র কোনও অভিযোগ/এফআইআর বাতিল করা সাধারণ নিয়মের তুলনায় ব্যতিক্রম এবং বিরল হওয়া উচিত;

* সাধারণত, আদালতগুলিকে পুলিশের এখতিয়ার দখল করতে নিষেধ করা হয়, কারণ রাষ্ট্রের দুটি অঙ্গ দুটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করে। আদালতের অন্তর্নিহিত এইচ ক্ষমতা, তবে, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে বা উপরের প্রক্রিয়াটিকে প্রতিরোধ করার জন্য ধারা ৪৮২ দ্বারা স্বীকৃত।

* বিচার বিভাগ এবং পুলিশের কাজগুলি পরিপূরক, ওভারল্যাপিং নয়;

ব্যতিক্রমী মামলাগুলি বাদে যেখানে হস্তক্ষেপ না করার ফলে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত ঘটবে, আদালত এবং বিচারিক প্রক্রিয়া অপরাধের তদন্তের পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়;

; x আদালতের অসাধারণ এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আদালতকে তার ইচ্ছা বা কৌতুহল অনুযায়ী কাজ করার জন্য একটি স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ার প্রদান করে না;

x৪ প্রথম তথ্য প্রতিবেদন কোনও বিশ্বকোষ নয় যা অবশ্যই রিপোর্ট করা অপরাধ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এবং বিবরণ প্রকাশ করবে। অতএব, যখন পুলিশ দ্বারা তদন্ত ১s |i

আদালতে এফ. আই. আর-এর অভিযোগের গুণাগুণের দিকে নজর দেওয়া উচিত নয়। পুলিশকে অবশ্যই তদন্ত শেষ করার অনুমতি দিতে হবে। অভিযোগ/এফ. আই. আর তদন্ত করার যোগ্য নয় বা এটি আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমতুল্য এই অস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা অপরিণত হবে। তদন্তের সময় বা পরে, যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা খুঁজে পান যে অভিযোগকারীর আবেদনে কোনও সার নেই, তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যথাযথ প্রতিবেদন/সংক্ষিপ্তসার দাখিল করতে পারেন যা জ্ঞাত পদ্ধতি অনুসারে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট বিবেচনা করতে পারেন।

x১) ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা খুব বিস্তৃত, কিন্তু বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদানের জন্য আদালতকে সতর্ক হতে হবে। এটি আদালতের উপর একটি কঠোর এবং আরও পরিশ্রমী দায়িত্ব ফেলে;

xiv) যাইহোক, একই সময়ে, আদালত, যদি উপযুক্ত বলে মনে করে, বাতিলকরণ এবং আইন দ্বারা আরোপিত আত্মনিয়ন্ত্রণের পরামিতিগুলিকে বিবেচনা করে, বিশেষত আর. পি. কাপুর (উপরে) এবং ভজন লাল (উপরে)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পরামিতিগুলি, এফআইআর/অভিযোগ বাতিল করার এখতিয়ার রয়েছে; এবং

xv)। অভিযুক্ত অভিযুক্ত যখন এফআইআর বাতিল করার জন্য আবেদন করে, তখন আদালত যখন ধারা ৪৮২ -এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন শুধুমাত্র বিবেচনা করতে হয় যে এফআইআর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধের প্রকাশ করে কিনা এবং অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ কিনা তা যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই এবং আদালতকে তদন্তকারী সংস্থা/পুলিশকে এফআইআর-এর অভিযোগগুলি তদন্ত করার অনুমতি দিতে হবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল মামলায় একটি এফআইআর বাতিল করার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে। আদালত বলেছেঃ

"১০২। চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে কোডের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধান এবং এই আদালত কর্তৃক একাধিক সিদ্ধান্তে বর্ণিত আইনের নীতিগুলির ব্যাখ্যার পটভূমিতে> ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫ [" ভজন লাল "

অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোডের ধারা ৪৮২-এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে যা আমরা উপরে তুলে ধরেছি এবং পুনরুত্পাদন করেছি, আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে হয় কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে চ্যানেলাইজড এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র স্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং অগণিত ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআর সহ অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে আইনের ১৫৫ (২) ধারার অধীনে বিবেচিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠান এবং কার্যধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এবং/অথবা যেখানে একটি নির্দিষ্ট রয়েছে সেখানে সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে।

কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনে ফিক বিধান, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের জন্য কার্যকরী/প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বনাম গোলকোণ্ডা লিঙ্গা স্বামী 'মামলায়, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ একটি এফআইআর বাতিল করার জন্য হাইকোর্ট কী ধরনের উপকরণ মূল্যায়ন করতে পারে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। আদালত প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত উপকরণগুলির বিবেচনা এবং এই জাতীয় প্রমাণের প্রশংসার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছে। শুধুমাত্র এমন উপাদান যা এফআইআর-এ অভিযোগ প্রমাণ করতে স্পষ্টভাবে ব্যর্থ হয় তা এফআইআর বাতিল করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। আদালত বলেছিলঃ

"ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য আদালতের কর্তৃত্ব বিদ্যমান এবং যদি সেই কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে অবিচার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়, তবে আদালতের এই ধরনের অপব্যবহার রোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। যে কোনও পদক্ষেপের অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে যার ফলে অবিচার ঘটবে এবং ন্যায়বিচারের প্রচার রোধ হবে। ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালত যে কোনও কার্যধারা বাতিল করার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে যদি এটি খুঁজে পায় যে -এর সূচনা বা অব্যাহত রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা এই কার্যধারা বাতিল করার সমান অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করবে। অভিযোগ দ্বারা প্রকাশিত কোনও অপরাধ না হলে আদালত সত্যের প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে পারে।

যখন কোনও অভিযোগ বাতিল করার চেষ্টা করা হয়, তখন এফ অভিযোগকারী কী অভিযোগ করেছেন এবং অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও কোনও অপরাধ করা হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য উপকরণগুলি খতিয়ে দেখা জায়েজ।

৬. আর. পি. কাপুর বনাম পঞ্জাব রাজ্য [এ. আই. আর. ১৯৬০ এস. সি. ৮৬৬:১৯৬০ সি. আই. এফ. বিচারপতি ১২৩৯] মামলায় এই আদালত কিছু বিভাগের মামলাগুলির সারসংক্ষেপ করেছে যেখানে সি কার্যধারা বাতিল করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিতঃ (এ. আই. আর. পি. ৮৬৯, অনুচ্ছেদ ৬)

(১) যেখানে এটি স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় যে প্রতিষ্ঠান বা ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে একটি আইনি বাধা রয়েছে যেমন অনুমোদনের ইচ্ছা;

(১১) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ বা অভিযোগ তার মুখ মূল্যে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়েছে তা অভিযুক্ত অপরাধ গঠন করে না;

(১১) যেখানে অভিযোগগুলি একটি অপরাধ গঠন করে, কিন্তু কোনও আইনি প্রমাণ উপস্থাপিত হয় না বা উপস্থাপিত প্রমাণ স্পষ্টভাবে বা স্পষ্টভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়।

৭. শেষ বিভাগটি নিয়ে আলোচনা করার সময়, এমন কোনও মামলার মধ্যে পার্থক্য মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে কোনও আইনি প্রমাণ নেই বা যেখানে এমন কোনও প্রমাণ রয়েছে যা অভিযোগের সাথে স্পষ্টভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং এমন কোনও মামলা যেখানে আইনি প্রমাণ রয়েছে যা প্রশংসার ভিত্তিতে অভিযোগগুলিকে সমর্থন করতে পারে বা নাও করতে পারে। কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, হাইকোর্ট সাধারণত কোনও তদন্ত শুরু করবে না যে প্রশ্নযুক্ত প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কিনা বা তার যুক্তিসঙ্গত প্রশংসার ভিত্তিতে অভিযোগ বজায় থাকবে কিনা। এটি বিচার বিচারকের কাজ। বিচারিক প্রক্রিয়া, কোনও সন্দেহ নেই নিপীড়নের হাতিয়ার হওয়া উচিত নয়, বা, অপ্রয়োজনীয় হয়রানির।

বিচক্ষণতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতকে সতর্ক ও বিচক্ষণ হতে হবে এবং প্রক্রিয়া জারি করার আগে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করা উচিত, যাতে ১টি কোনও ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করার জন্য কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগকারীর হাতে প্রতিশোধ নেওয়ার একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠে। একই সময়ে ধারা কোনও অভিযুক্তকে শর্ট-সার্কিট করার জন্য এবং তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটানোর জন্য হস্তান্তরিত কোনও উপকরণ নয়...

এই আদালতের নজিরটি স্পষ্ট করে দেয় যে কিছু পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার আগে অন্যান্য উপকরণ বিবেচনা করার অধিকারী। বর্তমান মামলায় আপিলকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতা পারিবারিক আদালতের সিদ্ধান্তের পক্ষ ছিলেন। কোনও বিতর্কিত উপাদান বা প্রমাণের বিতর্কিত বিষয় উত্থাপিত হয় না। উপরের পটভূমিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৪ এবং ৪৯৫ ধারার অধীনে কোনও অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যধারার অনুমতি দেওয়া প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার হিসাবে বিবেচিত হবে।

আবেদনকারী এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার মধ্যে যে তারিখে তিনি দ্বিতীয় উত্তরদাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন সেই তারিখে তার স্থায়ী বিবাহ হয়েছিল কিনা সেই বিষয়টি -এর একটি চূড়ান্ত ফলাফলের বিষয়।

মুসত রেহানা বেগম বনাম আসাম রাজ্য ও আরেকজন ৯৭৫

[ডঃ ধনঞ্জয়চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারপতি যিনি চূড়ান্ততা অর্জন করেছেন।/পারিবারিক আদালত আইন ১৯৮৪-এর ধারা ৭ (১)-এর ব্যাখ্যা (খ) স্পষ্টভাবে পারিবারিক আদালতকে কোনও ব্যক্তির বৈবাহিক অবস্থা নির্ধারণের এখতিয়ার প্রদান করে। পারিবারিক আদালত আইন ১৯৮৪-এর ধারা ৭ (১) একটি পারিবারিক আদালতকে জেলা আদালতের মর্যাদা প্রদান করে এবং ধারা ৭ (২) এটিকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির নবম অধ্যায়ের অধীনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রয়োগযোগ্য এখতিয়ার প্রদান করে, এইভাবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম করে।

সুতরাং, ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধের গুরুতরতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে এমন পারিবারিক আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করা ট্রায়াল কোর্টের দ্বারা প্রশংসার জন্য প্রাপ্য প্রমাণমূলক উপকরণের উপর নির্ভর করার মতো হবে না, যেমন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণের আগে তদন্ত প্রতিবেদন। পি এস রাজ বনাম বিহার রাজ্য মামলায় এই আদালতের সামনে একটি অনুরূপ সি ফ্যাক্টুয়াল ম্যাট্রিক্স নির্ধারণের জন্য এসেছিল।

এই আদালত দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭-এর অধীনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি এফআইআর বাতিল করে এই বলে যে, কেন্দ্রীয় নজরদারি কমিশনের জমা দেওয়া একটি প্রতিবেদনের আলোকে এবং ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যধারায় অভিযুক্তকে একই অভিযোগে খালাস দেওয়া হয়েছে। এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ ভজন লালের (উপরে) নীতির উপর নির্ভর করে এবং এই বলে এফআইআর বাতিল করেঃ

"১৭. শুরুতে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, কোনও ফৌজদারি মামলায় অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণের মান বিভাগীয় কার্যধারায় অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণের মানের চেয়ে অনেক বেশি এই অবস্থানটি গ্রহণ না করে আমরা উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি থাকতে পারি না। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে, বর্তমান ক্ষেত্রে বিভাগীয় কার্যধারায় এবং ফৌজদারি কার্যধারায় অভিযোগ এক এবং একই। তিনি বিভাগীয় কার্যধারায় প্রদত্ত ফলাফল এবং এর চূড়ান্ত ফলাফল নিয়ে বিতর্ক করেননি। এই প্রাঙ্গনে, আমরা যদি আরও এগিয়ে যাই তবে আবেদনকারীর মামলা গ্রহণ করতে কোনও অসুবিধা হবে না।

কারণ যদি বিভাগীয় কার্যধারায় একই ধরনের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করা না যায় এবং মূল্যায়নকারীদের জমা দেওয়া প্রতিবেদনে স্বীকৃত অসামঞ্জস্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ ভাবতে পারে যে ফৌজদারি কার্যধারায় আপিলকারীর বিরুদ্ধে আরও কী এগিয়ে যাওয়ার আছে 'প্রতিভা বনাম রামেশ্বরী দেবী, (২০০৭) ১২ এসসিসি ৩৬৯, অনুচ্ছেদ ১৭-২১; মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম আওয়াধ কিশোর গুপ্ত, (২০০৪) ১ এসসিসি ৬৯১, অনুচ্ছেদ ১৩ ৫ (১৯৯৬) ৯ এসসিসি ১ পি

২৩. যদিও সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্ট সহ এই সমস্ত তথ্য হাইকোর্টের নজরে আনা হয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত, হাইকোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে উত্থাপিত বিষয়গুলি চূড়ান্ত কার্যধারায় বিবেচনা করতে হবে এবং সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্ট, বিভাগীয় কার্যধারায় একই অভিযোগের আবেদনকারীকে খালাস করে আপিলকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শেষ করবে না। আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে প্রদত্ত কারণগুলির জন্য, এই মামলার অদ্ভুত তথ্যের ভিত্তিতে, আপিলকারীর বিরুদ্ধে শুরু করা ফৌজদারি কার্যধারা অনুসরণ করা যায় না। অতএব, আমরা উপরে বর্ণিত হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নই।

আপিলের অনুমতি দেওয়া এবং বিতর্কিত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা এবং ফলস্বরূপ ত্রাণ দেওয়ার জন্য ২৭-৩-১৯৯৬ তারিখের আমাদের আদেশের কারণগুলি হল "।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

অতএব, এই মামলায়, হাইকোর্টের একক বিচারক এই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না যে আপিলকারীর পূর্ববর্তী বিবাহ ছিল কিনা তা একটি 'অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়' যা রেকর্ডের প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে।

১৬. উপরের কারণগুলির জন্য, আমরা আপিলটি অনুমোদন করি এবং ৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশটি খারিজ করে দিই। অভিযোগটি বাতিল করার জন্য আবেদনকারীর দ্বারা প্রবর্তিত ২০১৬ সালের ফৌজদারি পিটিশন নং ১৭৯৯ অনুমোদিত। ২০১৫ সালের সিআর মামলা নং ২৫১২, এসডিজেএম (এস) ২, কামরূপ (এম), গুয়াহাটি -এর আদালতে বিচারাধীন অভিযোগটি বাতিল করা হয়েছে।

১৭। মুলতুবি থাকা আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

দিব্যা পান্ডে আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।